বাংলাদেশের একটি পরিবর্তনশীল গ্রামের জনউর্বরতা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক জরীপ

খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন*

সূচনা

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম জনবহুল দেশ যার জনঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ৬৬০ জন যা বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম (স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, ১৯৮১ ইং)। ১৯৫১ সনে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ যা ১৯৮১ সনে এসে দ্বিগুণেরও বেশীতে দাঁড়ায়। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি কমতেও থাকে তবুও ২০০০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ। বর্তমানে বাংলাদেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ সন্তান ধারণ যোগ্য উর্বর মহিলা রয়েছেন যার শতকরা ৬০ ভাগের বয়স ৩০ বছরের নীচে এবং যাদের জনউর্বর বছরের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশী দম্পতি গড়ে ৫ বা ততোধিক সন্তান প্রত্যাশা করে। এই সন্তানদের জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং কর্ম সংস্থান। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট অপর্যাপ্ততা সেখানে এই অধিক জনসংখ্যার প্রাথমিক চাহিদাগুলো মেটানো দুরূহ ব্যাপার। এখন থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত কর্মশক্তি বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১ কোটি ৪ লক্ষ যাদের কর্মসংস্থানের কোন উপায়ই থাকবে না কারণ বর্তমান কর্মশক্তির এক তৃতীয়াংশ হয় বেকার অথবা অর্ধবেকার।

---

* সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশী সমাজে জনউর্বরতা হ্রাসে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাথমিক সীমা (থ্রেস হোল্ড লেভেল) অতিক্রম করা দরকার। কিন্তু এই প্রত্যাশিত পরিবর্তন আপনা থেকে আসা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। জন উর্বরতা হ্রাসে দ্রুত ও ব্যাপক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তবে এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনা একান্তভাবে দরকার, কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব।

জনসংখ্যা বিষয়ক বহু গবেষণায় বাংলাদেশের জনউর্বরতা বৃদ্ধি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কারণসমূহ আলোচিত হয়েছে কিন্তু জনসংখ্যা হ্রাস ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়গুলোর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কোন বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও বাস্তবে তা কার্যকরী হয় নি। তাই বর্তমান জরীপটি অতীতের গবেষণাসমূহের আলোকে এবং জনসংখ্যা হ্রাসের গুরুত্ব বিবেচনা পূর্বক একটি পরিবর্তনশীল গ্রামের জনউর্বরতা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কীয় তথ্যাবলী নিরীক্ষার প্রয়াস পেয়েছে যাতে করে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে দেশের সরকার ও পরিকল্পনাবিদগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা পূর্বক জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

উদ্দেশ্য, জরীপ এলাকা ও জরীপ জনসংখ্যা

জরীপের উদ্দেশ্য হলো একটি পরিবর্তনশীল গ্রামের জনউর্বরতা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাবলী নিরীক্ষা করা। আরও সূক্ষ্মভাবে বলা যায় যে,

ক) আর্থ-সামাজিক চলকসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনউর্বরতাকে নিরীক্ষা করা ও

খ) বিবাহিত সন্তানধারণ যোগ্য দম্পত্তিদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক জ্ঞান, মনোভাব ও জন্মনিরোধ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।

জরীপ এলাকা ও জরীপ জনসংখ্যা

ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরের কেন্দ্র বিন্দু থেকে আনুমানিক ৬,৫

কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত নন্দী পাড়া গ্রামটি জরীপ এলাকা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ্রামের মোট জনসংখ্যা ২৪১৩ জন এবং বাড়ী (খানা) সংখ্যা ৪৩৮। সন্তান ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন (১৪-৪৯ বছর) বিবাহিত মহিলার সংখ্যা ৪৩১ জন।

জরীপে জনসংখ্যার একক বলতে সন্তানধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিবাহিত মহিলাদেরকে বোঝানো হয়েছে তবে আর্থ-সামাজিক বিষয়ক সাধারণ উপত্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়ীকেও (খানা) এক একটি ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা

'জনউর্বরতা (ফার্টিলিটি): একজন মহিলা বা একদল মহিলার সন্তান (জীবন্ত) উৎপাদনের সামর্থ্যকে বোঝায়।

'পরিবার পরিকল্পনা': বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যয়টির বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষণীয়। এই জরীপের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা বলতে বোঝায় কোন সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দম্পতি বা দম্পতিদের এক ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টা যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে জন্মসংখ্যাকে বিলম্বিত করা যায় অথবা জন্মসংখ্যাকে সীমিত সংখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখা যায়।

পরিবর্তনশীল গ্রাম (ট্রানজিশনাল ভিলেজ)

শহরের কেন্দ্র থেকে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রামকে পরিবর্তনশীল গ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

একটি পরিবর্তনশীল গ্রামে নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষণীয়:

১) কোন শহরের অতি নিকটে গ্রামটির অবস্থান;

২) গ্রামের ভূমি এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে ফসলি বা আবাদী জমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়;

৩) গ্রামবাসীর পেশা সাধারণতঃ অকৃষি ভিত্তিক;

৪) ভূমির মালিকরা সাধারণতঃ গ্রামে অবস্থান না করে শহরে অবস্থান করেন;

৫) জন স্থানান্তর খুবই দ্রুত লক্ষণীয়;

৬) গৃহের গঠন ঃ কাঁচাবাড়ী থেকে পর্যায়ক্রমে পাকাবাড়ীতে রূপান্তর ও

৭) সামাজিক বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকে।

উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলী যেহেতু জরীপকৃত গ্রামে পরিলক্ষিত হয় সেহেতু গ্রামটিকে পরিবর্তনশীল গ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপাত্ত উৎস

উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে সরেজমিন সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রাথমিক সূত্রের মাধ্যমে। ৪৩১ জন সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন বিবাহিত মহিলাকে জরীপ জনসংখ্যা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উপাত্ত সরেজমিনে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। একটা প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। প্রশ্নমালা তৈরী করার পর তাকে পূর্ব নিরীক্ষা করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার নেয়া শুরু হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ সনে এবং এক নাগাড়ে চলতে থাকে আগষ্ট, ১৯৮৩ সন পর্যন্ত। তথ্য সংগ্রহকদের মাধ্যমে জরীপ চালানো হয়। নিয়োগের পর পরই জরীপ কর্মীদের যথাযোগ্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপাত্ত গ্রথিতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ তথ্য বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট প্রণয়ন

উপাত্ত সংগ্রহের পর প্রাথমিকভাবে গ্রথিতকরণ করা হয় এরপর উপাত্ত কোড করা হয় এবং পরবর্তীতে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য সিস্টেম/৩৪ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় এবং সর্বশেষে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।

উল্লেখ্য সংগৃহীত তথ্যাবলীর যথার্থতা যাচাই-এর জন্যে এক যথার্থ সীমা জানার জন্য সিগনিফিক্যান্ট টেস্ট, কাইস্কোয়ার টেস্ট, পরিমিত ব্যবধান ইত্যাদি পরিক্ষাসমূহ করা হয়।

ফলাফল

জরীপে প্রধানত ঃ নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয় ঃ

১. জরীপ এলাকার সাধারণ ও প্রাথমিক আর্থ-সামাজিক এবং জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাবলী ;

২. জনউর্বরতা বিষয়ক তথ্যাবলী ;

৩. জন্মনিরোধক বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কীয় জ্ঞান ও মনোভাব বিষয়ক তথ্যাবলী ।

আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রাথমিক তথ্যাবলী

এই অনুচ্ছেদ-এ জরীপ এলাকার আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক প্রাথমিক তথ্যাবলী দেখানো হয়েছে। তথ্যাবলী টেবিল ১.১ এ অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে।

জন উর্বরতা বিষয়ক তথ্যাবলী

এ অনুচ্ছেদ এ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ৪৩১ জন সন্তান ধারণে সক্ষম বিবাহিত মহিলার জন উর্বরতাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরীপে জাতীয় তথ্যাবলী থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

শিশু মৃত্যুর সাথে জনউর্বরতা গভীরভাবে সম্পর্কিত এ জরীপে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় (টেবিল ২.১ দ্রষ্টব্য)।

টেবিল ১.১ ঃ জনসংখ্যা উপাত্ত, নন্দীপাড়া, ১৯৮৩

১. মোট জনসংখ্যা = ২৪১৩ ; পুরুষ ১২৪৩, মহিলা = ১১৭০

২. মোট এলাকা = ০.৭৫ স্কয়ার মাইল (১.২৯ কিলোমিটার)।

৩. গড় পরিবারের আকার = ৬.৫৫

৪. ধর্ম ; মুসলমান = ৮৪ (শতকরা) এবং হিন্দু ১৬ (শতকরা)

৫. জনসংখ্যা ঘনত্ব = প্রতি স্কয়ার কিলোমিটারে ১৯৯৪ জন।

৬. ১৫ বছরের নীচে জনসংখ্যার শতকরা হার = ৪৭.৫৮ জন।

৭. সন্তান ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বয়সের (১৫—৪৯ বছর) জনসংখ্যার শতকরা হার = ৪৫.২৯

৮. নির্ভরশীল রেশিও = ১০০.৯

৯. শিশু-মহিলা রেশিও = ৭৪৪

১০. স্ত্রীপুরুষ অনুপাত = ১০৬.২
১১. মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে, গড় বয়স (১ম বিবাহ) = ১৪.৪
১২. পুরুষদের বিবাহের ক্ষেত্রে গড় বয়স (১ম বিবাহ) = ২২.২
১৩. শিক্ষার হার ঃ পুরুষ ৫২.৮ মহিলা ৩০.০
১৪. মাসিক গড় আয় = ১২৩৭ টাকা
১৫. গড় জমির (কৃষি জমি) পরিমাণ ৫.৪৮ ডেসিম্যাল (পরিবার প্রতি)।
১৬. আরোপিত জন্মহার = ৫০.৬
১৭. আরোপিত মৃত্যুহার = ১১.৬
১৮. শিশু মৃত্যুর হার = ১০৬.৬ প্রতি হাজার জীবন্ত জন্মের ক্ষেত্রে।
১৯. গড় সন্তান উৎপাদন সংখ্যা = ৩.৭৩
২০. গড় জীবিত সন্তান সংখ্যা = ৩.০৫
২১. জন্মনিরোধক গ্রহণকারীর হার = ৩১.১
২২. জন্মনিরোধক গ্রহণকারীর (বর্তমান) হার = ২৫.১
২৩. পেশা ঃ ৩৭% ভূ-শ্রমিক ঃ অন্যান্য ১৭%
২৪. অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা ঃ ৩৭.৫ (পুরুষ = ৬৯.০, মহিলা = ৪.৫)
২৫. বেকারত্বের হার ৮.৫ (পুরুষ ৮.২, মহিলা = ১৪'২) প্রতি ১০০ অর্থনৈতিক দিকে সক্রিয় জনসংখ্যায়।
২৬. জীবন প্রত্যাশা = ৪৮ বৎসর।

শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে বিগত জরীপ সমূহে বিবেচিত হলেও এই জরীপে জনউর্বরতার সাথে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। (টেবিল ৩ ঃ ১ দ্রষ্টব্য)। জীবিত সন্তান সংখ্যা, প্রথম বিবাহের বয়স, উত্তরদাতার বয়স, জীবন্ত কন্যা সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ চলক যা জনউর্বরতার সাথে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত (টেবিল ৪ঃ১ দ্রষ্টব্য)।

জন্মনিরোধ বিষয়ক জ্ঞান মনোভাব ও ব্যবহার

সবচেয়ে পরিচিত পদ্ধতি হলো মহিলাদের জন্য খাবার বড়ি যার সঙ্গে শতকরা ১০০ জন মহিলাই পরিচিত। পরবর্তী পদ্ধতি হলো স্থায়ী ব্যবস্থা স্টেরিলাইজেশন বা বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন এবং তৃতীয় পরিচিত পদ্ধতি হলো কনডম যা পুরুষের ব্যবহারের জন্য।

বিবাহিত মহিলাদের গর্ভসংখ্যা এবং জন্মনিরোধক বিভিন্ন পদ্ধতি

টেবিল ২ঃ১ উত্তরদাতাদের মৃত সন্তান সংখ্যা ও শতকরা হারের সাথে উত্তরদাতাদের মোট গর্ভধারণ সংখ্যা ও শতকরা হারের সম্পর্ক

মোট গর্ভ	মোট মৃত সন্তান সংখ্যা													
	০		১		২		৩		৪		৫		মোট	
সংখ্যা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
০	৫৩	২৩.৬	২	১.৬	—	—	—	—	—	—	—	—	৫৫	১২.৮
১	৪৫	২০.০	১৭	১৩.৯	—	—	—	—	—	—	—	—	৬২	১৪.৪
২	২৮	১২.৫	১৪	১১.৫	১	২.০	১	৫.৩	—	—	—	—	৪৪	১০.২
৩	৩৭	১৬.৪	১২	৯.৮	৬	১২.০	১	৫.৩	—	—	—	—	৫৬	১৩.০
৪	২৮	১২.৪	১৯	১৫.৬	৩	৬.০	১	৫.৩	—	—	—	—	৫১	১১.৮
৫	১৭	৭.৬	২৪	১৯.৭	১২	২৪.০	৩	১৫.৮	—	—	১	১২.৫	৫৭	১৩.২
৬	১০	৪.৪	১৬	১৩.১	৯	১৮.০	৫	২৬.৩	১	১৪.৩	—	—	৪১	৯.৬
৭	৭	৩.১	১৮	১৪.৮	১৯	৩৮.০	৮	৪২.১	৬	৮৫.৭	৭	৮৭.৫	৬৫	১৫.০
মোট	২২৫	১০০.০	১২২	১০০	৫০	১০০.০	১৯	১০০.০	৭	১০০.০	৮	১০০.০	৪৩১	১০০.০
গড়	২.৩		৪.০		৫.৬		৫.৮		৬.৮		৬.৭		৩.৫	
পরিমিত ব্যবধান	১.৮		২.০		১.৪		১.৪		০.৩		০.৭		২.৩	

X = ২০৭.৮ ; ৩৫ ডিগ্রি অব ফ্রিডম ; লেভেল .০৫ মাত্রায় তাৎপর্যহীন।

টেবিল ৩ঃ১ উত্তরদাতাদের মোট গর্ভধারণের সংখ্যা ও শতকরা হারের সাথে উত্তরদাতাদের শিক্ষার সম্পর্ক

মোট	মাতার শিক্ষা											
গর্ভ	অশিক্ষিত		প্রাথমিক		মাধ্যমিক		উচ্চ মাধ্যমিক		ডিগ্রী		মোট	
সংখ্যা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
০	৩৯	১২'৯	১০	১৩'৭	৬	১২'০	—	—	—	—	৫৫	১২'৮
১	৪৫	১৪'৯	৬	৮'২	৯	১৮'০	২	৪০'০	—	—	৬২	১৪'৪
২	২৮	৯'৩	১০	১৩'৭	৬	১২'০	—	—	—	—	৪৪	১০'২
৩	৩৮	১২'৬	৮	১১'০	৮	১৬'০	১	২০'০	—	—	৫৫	১২'৮
৪	৩৪	১১'৩	৮	১১'০	৮	১৬'০	১	২০'০	—	—	৫১	১১'৮
৫	৩৮	১২'৬	১১	১৫'১	৭	১৪'০	১	২০'০	—	—	৫৭	১৩'২
৬	৩২	১০'৬	৭	৯'৬	৩	৬'০	—	—	—	—	৪২	৯'৭
৭+	৪৮	১৫'৯	১৩	১৭'৮	৩	৬'০	—	—	১	১০০'০	৬৫	১৫'০
মোট	৩০২	১০০'০	৭৩	১০০'০	৫০	১০০'০	৫	১০০'০	১	১০০'০	৪৩১	১০০'০
গড় ব্যবধান	৩'৫		৩'৭		৩'০		২'৬		—		৩'৫	
পরিমিত ব্যবধান	২'৪		২'৪		২'০		১'৭		—		২'৪	

X = ১৪'৮ ; ২৮ ডিগ্রী অব ফ্রিডম এ ঃ '০৫ মাত্রা স্কেলে তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৪ঃ১ উত্তরদাতাদের বিবাহের (প্রথম) বয়সের সাথে তাদের জীবন্ত সন্তানদের শতকরা হার ও সংখ্যার সম্পর্ক

জীবন্ত	উত্তরদাতাদের বিবাহের (প্রথম) বয়স (বৎসর)													
সন্তান	৬—৯		১০—১৩		১৪—১৭		১৮—২১		২২—২৪		২৫+		মোট	
সংখ্যা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
০	—	—	১৯	১৪·৬	২০	৮·৩	৬	১৭.১	—	—	—	—	৪৫	১০ ৪
১	২	১০·৫	১৫	১১·৫	৫৫	২২·৭	৯	২৫·৮	২	৫০·০	১	১০০·০	৮৪	১৯·৫
২	২	১০·৫	২৫	১৯·২	৩১	১২·৮	২	৫·৭	—	—	—	—	৭৩	১৬·৯
৩	৩	১৫·৮	২৬	২০·০	৩৬	১৪·৯	৬	১৭·১	২	৫০·০	—	—	৭৩	১৫·৯
৪	২	১০·৫	১৬	১২·৩	৩৭	১৫·২	৫	১৪·২	—	—	—	—	৬০	১৩·৯
৫	৪	২১·১	১২	৯·২	৩১	১২·৮	৬	১৭·১	—	—	—	—	৫৩	১২·৩
৬	৪	২১·১	৭	৫·৪	১৭	৭·০	১	৩·০	—	—	—	—	২৯	৬·৮
৭+	২	১০.৫	১০	৭.৭	১৫	৬.২	—	—	—	—	—	—	২৭	৬.৩
মোট	১৯	১০০.০	১৩০	১০০.০	২৪২	১০০.০	৩৫	১০০.০	৪	১০০.০	১	১০০.০	৪৩১	১০০
গড় ব্যবধান	৪.২		২.৯		৩.০		২.৬		২.০		—		৩.০	
পরিমিত ব্যবধান	১.৮		২.০		২.০		২.১		১.০				২.০	

X = ৪১৮.২ ; ৩৫ ডিগ্রী অব ফ্রিডাম .০৫ মাত্রায় তাৎপর্যহীন

টেবিল ৫.১ জন্মনিরোধক ব্যবহারকারী উত্তরদাতাদের সাথে তাদের গর্ভ সংখ্যার সম্পর্ক ও শতকরা হার।

মোট গর্ভ সংখ্যা	বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা হ্যাঁ সংখ্যা	হ্যাঁ %	না সংখ্যা	না %	মোট সংখ্যা	মোট %
০	৬	৪.৪	৪৯	১৬.৬	৫৫	১২.৮
১	১৩	৯.৬	৪৯	১৬.৬	৬২	১৪.৪
২	১১	৮.১	৩৩	১১.১	৪৪	১০.২
৩	১৮	১৩.৩	৩৮	১২.৮	৫৬	১৩.০
৪	২০	১৪.৮	৩১	১০.৫	৫১	১১.৮
৫	২৯	২১.৫	২৮	৯.৫	৫৭	১৩.২
৬	১৭	১২.৬	২৪	৮.১	৪১	৯.৫
৭+	২১	১৫.৬	৪৪	১৪.৯	৬৫	১৫.১
মোট	১৩৫	১০০.০	২৯৬	১০০.০	৪৩১	১০০.০
গর্ভ ব্যবধান		৪.২		৩.২		৩.৬
পরিমিত ব্যবধান		২.০		২.৪		২.৫

X = ২৮'৮,৭ ডিগ্রী অব ফ্রিডমে; '০৫ মাত্রায় তাৎপর্যহীন।

ব্যবহারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় চলক দু'টির মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে (টেবিল ৫ঃ১ দ্রষ্টব্য)। উত্তরদাতাদের শিক্ষা এবং জন্ম নিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় চলক দুটি গভীরভাবে সম্পর্কিত। ধর্ম এবং প্রত্যাশিত সন্তান সংখ্যার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয়নি। জীবন্ত সন্তান এবং প্রত্যাশিত সন্তানের মধ্যে তাৎ-পর্যপূর্ণ সম্পর্ক এই জরীপে পাওয়া গেছে।

উপসংহার

অতীতের বিভিন্ন গবেষণা তথ্য এবং এই জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক ও জনসংখ্যা বিষয়ক চলকসমূহ যেমনঃ বিবাহ (প্রথম) বয়স, মায়ের বয়স, জীবন্ত সন্তান সংখ্যা, শিশু মৃত্যু, শিক্ষা, পারিবারিক আয়, ধর্ম, ইত্যাদি উপাদান জনউর্বরতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই আমাদের প্রাথমিক যে দায়িত্ব সেটা হলো জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আপামর জনসাধারণকে সচেতন করে জাতীয় উন্নয়নে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করা। জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র পদ্ধতিগত প্রচার ও গবেষণাই যথেষ্ট নয় এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাৎক্ষণিকভাবে দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। জনশিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে সফলতার পর্যায়ে এগিয়ে নিতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী নিতে হবে। সত্য কথা বলতে কি একটা সুনির্দিষ্ট স্তরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত জনসংখ্যা হ্রাসের সকল কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কাজেই আমাদেরকে সম্মিলিত পর্যায়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

তথ্যপঞ্জী

১. আফজাল মাহমুদ (১৯৬৭) : দি ফার্টিলিটি অব ইস্ট পাকিস্তান ম্যারেড ওমেন, পাকিস্তান ইনসটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ

২. আহমেদ, সুলতান ঃ (১৯৮৭) ফার্টিলিটি, ইনফ্যান্ট মর্টালিটি এন্ড সোসিও ইকনমিক স্টাটাস অব রুরাল ওমেন, ঢাকা ফোর্ড ফাউন্ডেশন এন্ড ইউনি-ভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন

৩, আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ (১৯৭৯) : রুরাল ডেভলপমেন্ট এণ্ড ফ্যামিলি প্লানিং বিহ্যাভিয়ার ইন বাংলাদেশ ভিলেজেস পি, এইচ ডি থিসিস, মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় ।

৪, আলাউদ্দিন, মোহাম্মদ, ফারুক, রশীদ (১৯৮৩) : পপুলেশন এণ্ড ফ্যামিলি প্লানিং ইন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্টাফ ওয়ার্কিং পেপার নং ৫৫৭,

৫. চৌধুরী, রফিকুল হুদা (১৯৭৮) : ফিমেল স্টাটাস এণ্ড ফার্টিলিটি বিহ্যাভিয়র ইন এ মেট্রোপলিটন আরবান এরিয়া অব বাংলাদেশ পপুলেশন স্টাডিজ ৩ : ২৬১-২৬৪

৬. চৌধুরী, এ. কে. এম আলাউদ্দিন, এ, আর খান এণ্ড লিনকলনসি চেন (১৯৭৮) : দি ইফেক্টস অব ইনফ্যান্ট এণ্ড চাইল্ড মর্টালিটি অন ফ্যার্টিলিটি নিউইয়র্ক একাডেমিক প্রেস ।

৭. হং, সং (১৯৮০) : ডেমোগ্রাফিক ক্যারেকটারিকটিকস অব বাংলাদেশ ঢাকা, বাংলাদেশ।

৮. লুকাস, ডেভিড এণ্ড ম্যাকডোনাল্ড, পিটার এড (১৯৮০) : বিগেনিং পপুলেশনস স্টাডিজ, দি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ক্যানবেরা।

৯. প্লানিং কমিশন (১৯৮০) : সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্লান পপুলেশন প্লানিং সেকশন, ঢাকা; বাংলাদেশ গভর্মেন্ট ।

১০. স্টকেল, জে, এণ্ড এ, কে, এম আলাউদ্দিন চৌধুরী (১৯৭৯) : ফার্টিলিটি এণ্ড সোসিও ইকনমিক স্টাটাস ইন রুরাল বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক ।

১১. ওয়ার্ল্ড ফার্টিলিটি সার্ভে (১৯৭৯) ; দি বাংলাদেশ ফার্টিলিটি সার্ভে ১৯৭৫ এ, দি হেগ ; ইন্টারন্যাশনাল স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট নং-১৩ ।